দুআ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিয়ামাত

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

"ওয়া মা দু'আউল কাফিরিনা ইল্লা ফি দালাল।" (সুরাহ রাদঃ১৪; সুরাহ মুমিনঃ৫০)। "কাফিরদের দু'আ গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্‌ (আযযা ওয়া জাল্লা) এ ব্যাপারটি কুর'আনে পরিষ্কারভাবে বলেন। দু'আ হচ্ছে মুসলিমদের অস্ত্র। মুসলিমরা আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) কাছে দু'আ করে তাদের অধিকার পায় এবং তাদের পরিবার ও নিজেদের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করে। তুমি যদি কারও দ্বারা নিপীড়িত হয়ে থাকো তাহলে সবচেয়ে ভালো যে কাজটি করতে পারো তা হচ্ছে দু'আ করা। আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) কাছ থেকে নিজের অধিকার চাওয়াই সবচেয়ে উত্তম। তিনি সাহায্য করেন।

বহু মানুষ অধিকারহারা কিন্তু তারা দু'আ করার কথা ভাবে না। তারা উকিলের মাধ্যমে মামলা করে কিন্তু তখন বলে না, "এই উকিলকে ওয়াসিলা বা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহার করার দরকার নেই।" মামলা করে এমনিতেও বেশীরভাগ সময়ই কিছু হয় না।

এই জন্যই দু'আ আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) একটি বিশাল নিয়ামাত। আল্লাহ্‌ (জাঃজাঃ) এই নিয়ামাতটি শুধু মুসলিমদের দান করেছেন। পরিবারের জন্য, সন্তানদের জন্য, স্বামীদের জন্য এবং আত্মীয়দের জন্য দু'আ করা মুসলিমদের অনেক কাজে আসে, তারা বিপথগামী হলে স্বচ্ছ বিবেক এবং হৃদয়ের অসুখ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য। আল্লাহ্‌ (আযযা ওয়া জাল্লা) এই সুযোগটি দিয়েছেন যেন মানুষেরা সবকিছুর জন্য দু'আ করতে পারে।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم

"ওয়া কালা রাব্বাকুম 'ইদুনী আস্তাজিব লাকুম।" (সুরাহ মুমিনঃ৬০) "দু'আ কর এবং নিশ্চিত

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

থাকো যে আমি তোমাদের ফিরিয়ে দেব না।" এর আরও যথাযথ মানে হচ্ছে, "আমি তোমাদের খালি হাতে ফিরিয়ে দেব না।" যদিও অনেক সময় এই পৃথিবীতে দু'আর উত্তর দেয়া হয় না, তার উত্তর আখিরাতে অবশ্যই দেয়া হবে। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, "যখন মানুষেরা আখিরাতে দু'আর পুরস্কার দেখবে, তারা ইচ্ছা করবে যেন তাদের কোন দু'আর উত্তরই পৃথিবীতে না দেয়া হত আর আখিরাতের জন্য তা রেখে দেয়া হত।" তারা এত বেশী পরিমাণে সাওয়াব এবং উপহার আখিরাতে লাভ করবে। তাই কেউ যেন না বলে যে তাদের দু'আর দুনিয়াতে কোন উত্তর দেয়া হয়নি। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) বলেন, "আমার কাছে দু'আ কর এবং আমি তার বিনিময় দেব।"

দু'আ করার সময়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে। শেইখ মাওলানা (কাদ্দাস আল্লাহু সিররুহু) সবসময় এটা বলতেন। যে ব্যক্তি দু'আ করবে তাকে অবশ্যই নামায পড়তে হবে। যদি সব নামাযও না হয় তবু তাদের কপাল মাটিতে প্রতিদিন লাগতে হবে। শেইখ মাওলানা (কাঃসিঃ) বলতেন, "দু'আ আর অন্য কোন রাস্তায় কবুল হয় না। আমরা যদি আউলিয়াও হতাম তবুও আমাদের দু'আ গ্রহণ করা হতো না। মানুষের দু'আ গৃহীত হয় না যখন তাদের কোন নামায এবং সেজদাহ থাকে না। এটা অত্যাবশ্যক, ভূলো না।

তুমি আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) কাছে দু'আ করে যাচ্ছ কিন্তু যখন তুমি আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) আদেশ মানছ না, তখন দু'আ খুব কমই কবুল হয়। শেইখ মাওলানা (কাঃসিঃ) বলতেন, যদি একজন লোক সাতমাথা বিশিষ্ট আউলিয়াও হয় কিন্তু যদি তার নামায না থাকে, যদি তার কপাল জমিনে না লাগে, তার দু'আ গ্রহণ করা হয় না। দু'আ গৃহীত হবার জন্য কমপক্ষে দিনে একবার মাথা জমিনে লাগা একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। নামায না পড়ে শুধু শুধু শূন্য দু'আ কোরোনা। বেশীরভাগ লোকই বলে যে তারা দু'আ করে কিন্তু নামায পড়ে না। দু'আ করলে নামাযও পড়। তোমাকে আটকাচ্ছে কে? শয়তান।

আমাদের দু'আ যেন উম্মাতি মুহাম্মাদীর জন্য হিদায়াতের কারণ হয়। তারা যেন আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) আদেশসমূহ পালন করে এই পবিত্র জুমার দিনের ওয়াসিলায়। এই সময় ফিতনার সময়। আমাদের সবাইকে যেন সন্তান সহকারে নিরাপদে রাখা হয়। যারা সত্য পথে আছে, ইসলামের পথে আছে তাদেরকে আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) বিজয় দান করুন। যারা ফিতনা তৈরী করছে তারা কাফির এবং মুনাফিক। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তাদেরকেও তাদের প্রাপ্য দিন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

১৫ জানুয়ারী ২০১৬ / ৫ রাবিউল আখির ১৪৩৭

আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।